পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

আন্-নাছর মিডিয়া পরিবেশিত

জিহাদের সাধারণ দিক নির্দেশিকা

শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরী

১৪৩৪ হি. (২০১৩ ইং)

প্রথম: ভূমিকা

১. এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে এই পর্যায়ে আমাদের কাজের দুটি স্তর রয়েছে: প্রথমটি হচ্ছে সামরিক শাখা এবং অপরটি হচ্ছে দাওয়াতি শাখা।

২. সামরিক শাখার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে (বিশ্বব্যাপী) কাফেরদের নিয়ন্ত্রক আমেরিকা এবং তার দোসর ইসরাইল। দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আমেরিকার স্থানীয় সহযোগীরা যারা আমাদের দেশ শাসন করছে।

ক. আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ক্ষমতা নিঃশেষ করে রক্তক্ষরণের মাধ্যমে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। যাতে তার ভাগ্যে সেটাই জুটে যা তার পূর্বসূরি সৌভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) এর ভাগ্যে জুটেছিল। আর তা হচ্ছে: সামরিক, মানবিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিতে জর্জরিত হয়ে নিজে নিজেই ভেঙে পড়া। ফলশ্রুতিতে আমাদের ভূমিতে আমেরিকার আধিপত্য কমতে শুরু করবে এবং তার সহযোগীরা একের পর এক ক্ষমতাচ্যুত হতে শুরু করবে।

আরব বিশ্বে বিপ্লবের মাধ্যমে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে আমেরিকার আধিপত্যের দূরাবস্থা পরিস্কার বুঝা যায়। আফগানিস্তান ও ইরাকে মুজাহিদীনদের হাতে নির্মমভাবে পরাজিত হওয়া এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বদা হুমকির সম্মুখিন হওয়াতে আমেরিকা এমন কিছু পথ তৈরি করতে চাচ্ছে যার মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোতে জনগনের পক্ষ থেকে (আমেরিকার আগ্রাসন বন্ধ করার) চাপ অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। তথাপি, তাদের প্রতিনিধিদের জন্য পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে এবং তাদের নিজেদের উপরই আঘাত হেনেছে। আল্লাহর হুকুমে আগামীতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমেরিকার প্রভাব আরও কমতে দেখা যাবে। সেই সাথে আমেরিকা তার নিজস্ব গন্ডির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে যার ফলশ্রুতিতে সরকারে থাকা তার সহযোগী দালালদেরও ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

খ. আমেরিকার সহযোগী দালালদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাটা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সংঘাত এড়ানোর কোনো উপায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে না পড়া।

উদাহরণস্বরুপ, আফগানিস্তানে আমেরিকার সহযোগী দালালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একাংশ।

পাকিস্তানে আমেরিকার সহযোগী দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হচ্ছে আফগানিস্তানকে আমেরিকার দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করা। এছাড়া, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তানে মুজাহিদীনদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করা যাতে পাকিস্তানে ইসলামিক শরিয়ত কায়েমের যুদ্ধে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়।

ইরাকে এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নি অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে আমেরিকার উত্তরসূরী শিয়াদের কাছ থেকে মুক্ত করা।

আলজেরিয়া, যেখানে আমেরিকার প্রভাব নগন্য ও অজ্ঞাত সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে এটাকে দূর্বল করে দেয়া এবং সেই সাথে ইসলামী মাগরিব, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী এলাকা এবং দক্ষিণ শাহারার দেশগুলোতে জিহাদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা এবং তার দোসরদের সাথে এই অঞ্চলে যুদ্ধের সম্ভাবনাও ক্রমাগত জোরদার হচ্ছে।

আরব উপদ্বীপে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণ হচ্ছে তারা আমেরিকার দালাল।

সোমালিয়াতে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণ হচ্ছে তারা ক্রুসেডারদের দখলদারিত্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সিরিয়াতে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তি হচ্ছে সিরিয়ার সরকার চায় না যে সেখানে ন্যূনতম কোনো ইসলামিক সত্তা বিরাজ করুক, জিহাদীদের কথা তো চিন্তাও করা যায় না। রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে সর্বজন বিদিত সাক্ষী এই যে, একটি একটি করে জিহাদী তানজিমকে উপড়ে ফেলার প্রচেষ্টা এই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

জেরুজালেমের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান যুদ্ধ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে। আঞ্চলিক শাসকের সাথে যতটুকু সম্ভব ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হবে, যারা 'অসলো এরেঞ্জমেন্ট' এর মাধ্যমে ক্ষমতায় আধিষ্ট হয়েছে।

৩. দাওয়াতি কাজের লক্ষ্য হচ্ছে ক্রুসেডারদের নির্মম যুলুমের ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, তাওহীদের সত্য বাণী অর্থাৎ আইন ও সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই - একথা স্পষ্টভাবে প্রচার করা, ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি জোর দেয়া এবং সকল মুসলিম কবলিত ভূমিগুলোর একত্বতা ঘোষণা করা। আল্লাহর ইচ্ছায় এই কাজগুলো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ অনুযায়ী ইসলামিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা হিসাবে পালন করবে।

এই পর্যায়ে দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূলত দুটি দিক লক্ষ্য রাখতে হবে:

প্রথমতঃ অগ্রণী মুজাহিদীনদের শিক্ষা দান করা ও তাদের বিকাশ সাধন করা, যারা আল্লাহর অনুমতিতে ক্রুসেডার এবং তাদের দোসরদের সাথে সংঘর্ষে একের পর এক গুরু দায়িত্ব পালনে ব্রত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং গণজাগরণের শক্তিকে একত্রিত করে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহায্য করা এবং যারা ইসলামের পক্ষে আছে ও সে লক্ষ্যে কাজ করছে তাদের সাথে যুক্ত করা।

দ্বিতীয়ঃ প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শরিয়ত মোতাবেক রাজনীতি (আল সিয়াশাহ্ আল শারিয়াহ্) অনুযায়ী আমরা নিম্নোক্ত নির্দেশিকা দিতে পারি যার লক্ষ্য হচ্ছে সমস্যার সমাধান করা এবং ফাসাদ এড়িয়ে চলা:

১. জনগণকে একত্রিত করার জন্য সাধারণ লোকদের মাঝে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তেমনিভাবে অগ্রণী মুজাহিদীনদের মধ্যে আরো বেশি সচেতনতা ও বোধশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে যাতে একটি সুগঠিত, মজবুত, আদর্শিক ও মনস্তাত্বিক এবং সচেতন জিহাদী বাহিনী তৈরি হয়। যারা ঈমানের উপর অটল থাকবে, ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, ঈমানদারদের প্রতি সদয় হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। একই সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত যাতে মুজাহিদীনদের মধ্যে থেকে আলেম ও দ্বীনের দা'য়ী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গ সম্মুখে চলে আসে, যাতে আমাদের বার্তা ও আদর্শ সংরক্ষিত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের দাওয়াত পৌঁছে যায়।

২. সামরিক ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা উচিত যাতে আন্তর্জাতিক অবিশ্বাসীদের হোতা অর্থাৎ আমেরিকাকে ক্রমাগত দূর্বল করে দেয়া যতক্ষণ না সামরিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে রক্তক্ষরণের মাধ্যমে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে, এদের মানবিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়, বিচ্ছিন্নতা ও পিছু হটার এক পর্যায়ে নিজের গন্ডিতে ফিরে আসে। (আল্লাহর অনুমতিতে আজ বা কাল এটা হবে)।

প্রধান দায়িত্ব হিসাবে বিশ্বের যে কোনো স্থানের পশ্চিমা জায়নিস্ট-ক্রুসেডারদের একতার প্রতি আঘাত আনার ব্যাপারে সকল মুজাহিদীন ভাইদের খেয়াল রাখতে হবে। এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তেমনিভাবে মুজাহিদীন ভাইদের উচিত সকল পন্থা অবলম্বন করে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো। এজন্য মুসলমানদের যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেসব কারাগারে হামলা চালানো অথবা মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালানোর ব্যাপারে যেসব দেশ সাহায্য করছে সেসব দেশের নাগরিকদের জিম্মি করে বন্দি বিনিময় করা।

এটা স্পষ্টভাবে পরিস্কার হওয়া জরুরী যে, (বিশ্বব্যাপী) কাফেরদের নিয়ন্ত্রক আমেরিকাকে মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার নীতির সাথে সাধারণ মুসলমানদের উপর যালেমের বিরুদ্ধে জবান অথবা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ করাটা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। এ কারণে ককেশাসের মুসলিম ভাইদের এটা অধিকার যে তারা রাশিয়া ও তার মিত্রদের যুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। কাশমিরে অবস্থানরত মুসলিম ভাইদের উচিত তারা অপরাধী হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। একইভাবে তুরকিস্তানের পূর্বাঞ্চলবাসী মুসলমানদের অধিকার তারা চায়নার যুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। তেমনিভাবে ফিলিপাইন, বার্মা এবং যেখানেই মুসলিমরা যুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেখানেই তাদের অধিকার তারা সেসব বর্বর যালেমের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করে।

৩. আঞ্চলিক বাহিনীর সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সসস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না বাধ্য হতে হয়। এই বাধ্য-বাধকতার উদাহরণ হচ্ছে

যখন আঞ্চলিক বাহিনী আমেরিকান বাহিনীর অংশ হয়ে থাকে যেমন আফগানিস্তানে; অথবা তারা আমেরিকার পক্ষ হয়ে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে যেমন সোমালিয়া ও আরব উপদ্বিপে; অথবা যেখানে মুজহিদীনদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না যেমন ইসলামিক মাগরিব, সিরিয়া এবং ইরাকে।

তথাপি সম্ভব হলে তাদের সাথে সসস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

যদি আমাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়, তবে এটা স্পষ্ট করে দিতে হবে যে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে ক্রুসেডার ও তার মিত্রদের পরিচালিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুলুম প্রতিহত করার অংশ মাত্র।

তাছাড়া যখনই এই সংঘর্ষ প্রশমিত করার সুযোগ চলে আসে তখনই তা গ্রহন করা দরকার যাতে মানুষকে দাওয়াত দেয়া, জনগণের সামনে আমাদের মতামত তুলে ধরা, মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, নতুন সদস্য সংগ্রহ করা, অনুদান সংগ্রাহ করা এবং সমর্থনকারী ব্যক্তিবর্গ বৃদ্ধি করার সুযোগ তৈরি হয়ে যায় এবং এই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা যায়। কেননা আমাদের সংগ্রম দীর্ঘ সময়ের জন্য। আর জিহাদে নিরাপদ আশ্রয়, জনগন, অর্থনীতি এবং দক্ষ জনশক্তির সমর্থন সর্বদা জরুরী।

হ্যা, এই নীতি ক্রুসেডারদের আঞ্চলিক দোসরদের স্পষ্ট বার্তা দেয়ার ক্ষেত্রে সংঘর্ষিক নয় যে, আমরা দূর্বল শিকার নই। কিছুটা সময় লাগলেও প্রত্যেক কর্মেরই সমপরিমান প্রতিফল রয়েছে। এই নিয়ম পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেক যথোপযুক্ত ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।

৪. বিভ্রান্ত ফেরকা যেমন রাফেদি, ইসমাইলি, কাদিয়ানী এবং ভন্ড সুফীদের সাথে সংঘর্ষে জড়ানো থেকে দূরে থাকা উচিত যতক্ষণ না তারা আহলে সুন্নাহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) এর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। যদিও তারা আহলে সুন্নাহ এর সাথে লড়াই করে, তারপরও তার জবাবী হামলা তাদের মধ্যে শুধুমাত্র সেই সকল দলগুলোর উপরই হওয়া উচিত যারা সরাসরি যুদ্ধে জড়িত। তাদেরকে এটা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমরা শুধুমাত্র আত্মরক্ষা করছি। তাদের মধ্যে যারা আমাদের ও আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের ঘর, ইবাদতখানা, ধর্মীয় উৎসব এবং ধর্মীয় সমাবেশে আক্রমণ চালানো উচিত নয়। কিন্তু এই কাজ যেনো আমাদেরকে তাদের অসত্য বিবরণ, তাদের ভ্রান্ত আক্বিদা ও মতাদর্শকে প্রতিনিয়ত উন্মোচিত করা থেকে পিছু হটিয়ে না দেয়।

মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রনে আসা এলাকাতে এ সমস্ত বিভ্রান্তকারী ফেরকাদেরকে হিকমতের সাথে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে হবে, তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, সন্দেহের সংশয় দূর করতে হবে, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ এমনভাবে করতে হবে যাতে এর থেকে বৃহত্তর কোন ফিত্না ছড়িয়ে না পড়ে, যেমন এই সব এলাকা থেকে মুজাহিদীনদের বের করে দেয়া, মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে জনগনের ক্ষেপে ওঠা এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, যার সুযোগে দুশমনেরা পুনরায় এইসব এলাকাগুলোকে দখল করে নেয়।

৫. মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে খ্রিস্টান, শিক এবং হিন্দুদের উপর অযথা হস্তক্ষেপ না করা। যদি তারা সীমালংঘন করে তবে সীমালংঘনের মাত্রা অনুযায়ী জবাব দেয়া। এই জবাবের সাথে এ কথাও যুক্ত করা যে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে চাই না, কেননা আমরা কুফরের সর্দার আমেরিকার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছি। আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামিক ইমারত কায়েম হয়ে যাওয়ার পরও আমরা তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চাই।

৬. সাধারণভাবে যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়নি অথবা শত্রুদের সহায়তা করেনি তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু না বানানো বা সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়া। প্রথমত ক্রুসেডারদের চক্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত অতঃপর তাদের আঞ্চলিক দোসরদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

৭. বেসামরিক মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা বা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা যদিও তারা এমন পরিবারের সদস্য যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানোনো থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত থাকা উচিত।

৮. মুসলমানের বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস করা, তাদেরকে অপহরণ করা, হত্যা করা, বিস্ফোরণের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

৯. মসজিদ, বাজার এবং এমন জনসমাবেশে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা যেখানে শত্রুদের সাথে মুসলমান অথবা যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয় তারা অবস্থান করে।

১০. ইসলামের আলেমদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের সম্মান রক্ষা করা, কেননা তারা হচ্ছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওয়ারিশ এবং উম্মতের নেতা। এই গুরু দ্বায়িত্ব সে আলেমের ক্ষেত্রে আরো বৃদ্ধি পায় যে সত্য কথা প্রচার করে এবং এজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। ওলামায়ে সু বা ভ্রান্ত আলেমদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান হচ্ছে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের যুক্তি খন্ডন করা, এই মুনাফেকির চেহারাকে সবার সম্মুখে উন্মুক্ত করা। তাদের সাথে না যুদ্ধ করা হবে, আর না হত্যা করা হবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান বা মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে সামরিক দায়ে দোষী হয়।

১১. অন্যান্য ইসলামিক দলের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি:

ক. ঐক্যমতের বিষয়ে আমরা একে অপরকে সাহায্য করি এবং মতানৈক্যের ব্যাপারে একে অপরকে নাসিহাত করি ও ভুল সংশোধন করি।

খ. আমাদের প্রাথমিক সংঘাত হচ্ছে ইসলামের শত্রু ও ইসলাম বিদ্বেষিদের প্রতি। এজন্য অন্যান্য ইসলামিক দলের সাথে আমাদের মতানৈক্য যাতে আমাদেরকে ইসলামের দুশমনদের সামরিক, মিডিয়া, আদর্শিক এবং রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি না করে।

গ. ইসলামের প্রতি আনুগত্যের দাবিদার কোনো দল যদি কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তবে আমাদের অবশ্যই ন্যূনতম জবাব দিতে হবে যাতে এই যুলুম বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে মুসলমানদের মধ্যে ফিত্নার দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং যারা শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদেরকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো যায়।

১২. যালেমের যুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি:

<u>সাহায্য-অংশগ্রহণ-নির্দেশনা</u>

ক. সাহায্য করা: ইসলামিক শরিয়াতে যেহেতু যুলুমের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাই মুসলিম অথবা অমুসলিম সে যেই হোক না কেন তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।

খ. অংশগ্রহণ করা: ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধের মধ্যে এটাও শামিল যে যুলুমের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য করা, তাই একাজে অংশগ্রহণ করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

গ. নির্দেশনা: মানুষকে এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া যে, প্রত্যেকের কর্মের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামিক শরিয়তকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করানো এবং ইসলামিক ব্যবস্থা ও ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনে প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

১৩. মজলুম মুসলমানদের ব্যাপারে যে কেউ সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেয় এবং কলম, কথা ও আমলের মাধ্যমে যালেমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং সহযোগীতা করা। এমন লোকেদের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিকর আচরণ করা বা তাদেরকে মৌখিক ও শারীরিকভাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সহযোগীতার মনোভাব পোষণ করে এবং মুসলিমদের প্রতি কোন শত্রুতা প্রকাশ করে না।

১৪. যে কোনো মুসলমানই হোক না কেন প্রত্যেকের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখা।

১৫. যুলুমের শিকার মুসলমান ও অমুসলমান যে কেউ হোক না কেন তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করা। অমুসলিম হলেও যে কেউ তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিবে তাদেরকে সমর্থনের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।

১৬. মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যে কোনো মিথ্যা ও অযৌক্তিক অপবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং অপবাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া। মুজাহিদীনদের কাছে যদি এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা কোন একটি ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে তবে তাদেরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, যে ব্যক্তি এই ভুলের সাথে জড়িত জনসম্মুখে তার সাথে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করতে হবে এবং শরিয়ত ও সামর্থ্য মোতাবেক যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের চেষ্টা চালাতে হবে।

১৭. সকল দল ও সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় আমির যারা কায়দাতুল জিহাদ (আল-কায়দা) এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন, এর সাহায্যকারী ও সমর্থনকারীদের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই এই দিকনির্দেশনা সকল সাধারণ ও দ্বায়িত্বশীল অনুসারীদের মাঝে বিতরণ করার জন্য। এই নির্দেশিকাতে কোন লুকোচুরি নেই বরং এটা একটি সাধারণ নীতিগত দিকনির্দেশনা।

এটার লক্ষ্য শুধুমাত্র শরিয়তের গন্ডির নিরাপত্তা বিধান করা এবং এই পর্যায়ে সেই সমস্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গৃহীত জিহাদী কাজের (ইজ্‌তেহাদ) দ্বারা উদ্ভুত সকল লোকসান থেকে এড়িয়ে চলা যা শরিয়তের বিধানের খেলাপ নয় এবং ইসলামের নীতিকে সমর্থন করে।

আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিরই মুখাপেক্ষী। তিনিই সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবাদের উপর। পরিশেষে দো'আ এই যে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই লেখা হয়েছে

আপনাদের ভাই

আইমান আল-জাওয়াহিরী